unesco

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

# ডোকরা

## আকর্ষণীয় ধাতু শিল্প

“

হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার ধারণা এসেছে সত্যের সাধনা এবং জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকে।

– মহাত্মা গান্ধী

# পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও  প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। ‘রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব’(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

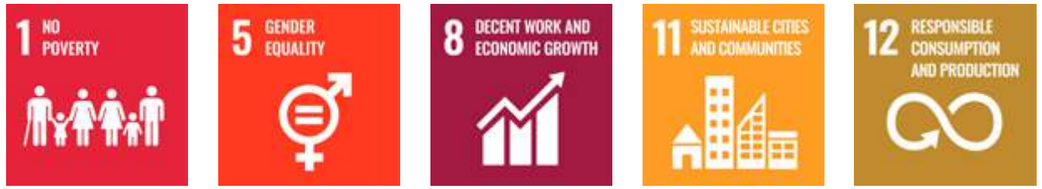

# ডোকরা

## আকর্ষণীয় ধাতু শিল্প

ডোকরা মানবসভ্যতার  একেবারে আদি পর্বের এক লৌহবিহীন ধাতু ঢালাই পদ্ধতি। লস্ট ওয়াক্স পদ্ধতিতে এই ধাতু ঢালাই করা হয়। এটা সিন্ধু সভ্যতার আমল থেকে চলে আসা এক আদিম কৌশল। ডোকরা মূর্তির দেখা পাওয়া যায় সারা পৃথিবীতে। আদিম সারল্য ও মনভোলানো লৌকিক নকশার গুণে তা নজর কাড়ে। এই মূর্তিগুলিতে একইসঙ্গে মিশে আছে এক ধরনের গ্রাম্যতা ও প্রাচীনত্ব। ডোকরার কাজগুলির পিছনে রয়েছে ধাতু ঢালাইয়ের এক কঠিন প্রক্রিয়া। ছোটো  অথচ সূক্ষ্ম নিখুঁত কারুকাজে মূর্তিগুলি প্রাণ পায়।  ডোকরা তৈরির জন্য বানানো ছাঁচটি একবারই মাত্র ব্যবহার করা হয়।

বাংলার ডোকরা শিল্প জিওগ্রাফিক্যাল  ইন্ডিকেশন (জিআই) স্বীকৃতি পেয়েছে।

# হস্তশিল্প কেন্দ্র

জেলা - বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান

গ্রাম: বিকনা, বাঁকুড়া

গ্রাম: দরিয়াপুর, পূর্ব বর্ধমান

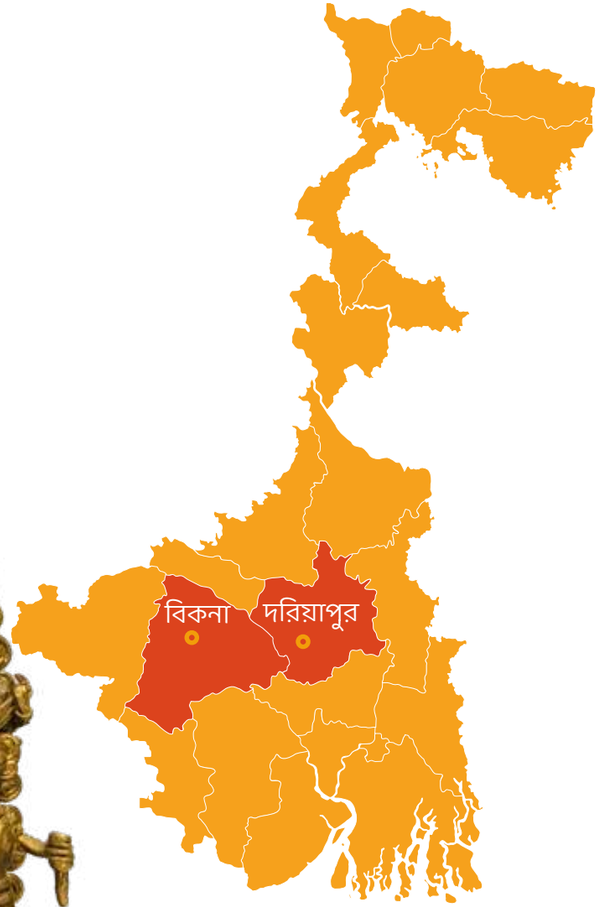

# বিকনা ও দরিয়াপুর

রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ডোকরা শিল্প কেন্দ্র এখন হয়ে উঠেছে বাংলার সাংস্কৃতিক পর্যটনের নতুন গন্তব্য।

বাঁকুড়ার বিকনা এবং পূর্ব বর্ধমানের দরিয়াপুর ডোকরা শিল্পের দুটি প্রধান কেন্দ্র। বিকনার ডোকরা শিল্পীদের ইতিহাস প্রায় ১৫০ বছরের পুরনো। এই হস্তশিল্পীরা ছোটোনাগপুর অঞ্চল থেকে এসেছিলেন বাঁকুড়ার কাছে রামপুরে। পরে তারা বাঁকুড়ায় বাস করতে শুরু করেন। অন্যদিকে দরিয়াপুরের হস্তশিল্পীদের বসতি ১২০ বছরেরও বেশি প্রাচীন।

দুটি গ্রামে তৈরি হয়েছে হস্তশিল্প কেন্দ্র এবং কমিউনিটি মিউজিয়াম। দু-জায়গাতেই হয় বার্ষিক লোক উৎসব। পর্যটকরা সারা বছরই সেই কেন্দ্রদুটি  দেখতে আসেন। ছাত্র এবং ডিজাইনাররা এই কেন্দ্রগুলিতে আসেন হস্তশিল্পীদের কাছ থেকে ডোকরা বানানোর প্রক্রিয়া শিখতে ও তাদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। শিল্পীরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎসবগুলিতে অংশ নেন।

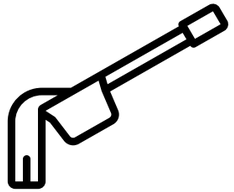

## বিকনার শিল্পী

পুরুষ- ১০০ | মহিলা - ১০৩

## দরিয়াপুরের শিল্পী

পুরুষ-৯৬ | মহিলা - ৭২

| | |
|---|---|
| হরেন্দ্রনাথ রানা | 9932601095 |
| সোমনাথ কর্মকার | 9932546842 |
| গীতা কর্মকার | 9933698558 |
| পুতুল কর্মকার | 9382914469 |
| গোপন কর্মকার | 8670518026 |
| সুভো কর্মকার | 9153255955 |
| সুরেশ কর্মকার | 7872287512 |
| সুভাষ মন্ডল | 9735228086 |
| গৌরাঙ্গ কর্মকার | 8001058766 |

# প্রক্রিয়া

উপকরণ- এই শিল্পে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাঁসা ও পিতলের টুকরো, ধুনো এবং নানা পদার্থ, আঠা, টার, মোম, সরষের তেল এবং এক বিশেষ ধরনের মাটি, যার স্থানীয় নাম 'নেনে'। শিল্পীরা কাঁচামাল কেনেন স্থানীয় বাজার থেকে।

প্রথমে মহিলারা মাটি ছেনে তার থেকে কাঁকড় বের করে নেন। তারপর তা জল দিয়ে মেখে একটা মাটির তাল তৈরি করেন। এরপর সেই মাটিকে চাহিদা অনুযায়ী নানা আকার দিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়।

অঞ্চলভেদে ডোকরা বানানোর প্রক্রিয়ায় তফাৎ রয়েছে। বিকনাতে হস্তশিল্পীরা ব্যবহার করেন টার ও ধুনো। তা আগুনে অনেকক্ষণ জ্বাল দিয়ে তারা তৈরি করেন এক আঠালো পদার্থ। সেটা দিয়ে মাটির মূর্তিগুলির ওপর প্রলেপ দেন তারা। অন্যদিকে দরিয়াপুরের হস্তশিল্পীরা ব্যবহার করেন মোম এবং টার। মোম খুব নরম বলে তাতে ধুনো মেশানো হয়। ১ কেজি মোমের সঙ্গে মেশানো হয় ৬০০ গ্রাম ধুনো এবং ৫০০ গ্রাম সরষের তেল। আকার ও আঙ্গিকে আরও সূক্ষ্ম কাজের জন্য ধুনো ও সরষের তেলের একটা প্রলেপ দেওয়া হয়। ১ কেজি ধুনো মেশানো হয় ২৫০ গ্রাম সরষের তেলের সঙ্গে। মূর্তির গায়ে সূক্ষ্ম ডিজাইন ও ডিটেইলের কাজ করা হয় তাদের নিজেদেরই তৈরি 'সুতোর মতো' পদার্থ দিয়ে। এরপর মূর্তিটির গায়ে ঘন মাটির প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেই প্রলেপের গায়ে ছোটো ছোটো ছিদ্র করা হয়। একটা মেটাল ফানেলের সাহায্যে তা ধাতুর টুকরো দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর সেটাকে চুল্লিতে দেওয়া হয়।

শিল্পীরা জানেন এই প্রক্রিয়াটি শেষ হতে ঠিক কতটা সময় লাগবে। এরপর চিমটার সাহায্যে মূর্তিগুলি সাবধানে বের করে আনা হয়। তখন মাটির আস্তরণটি শক্ত হয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ফেটে যায়। ফাটল থেকে দেখা যায় সুন্দর একটা মূর্তির আভাস। এরপর চলে মূর্তির উপরিভাগটি মসৃণ করে তুলে সেটাকে একটা ঝকমকে ফিনিশ দেওয়ার কাজ।

১ একটি কাদামাটির তাল দিয়ে বিভিন্নরকম শিল্পদ্রব্যের মডেল তৈরি করা হয়।

২ মোম এবং আলকাতরা (পিচ) দিয়ে মডেল তৈরি করা হয়।

৩ কাদামাটির তালকে মোমের একটি স্তর এবং কাঠের আঠা দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়।

৪ ধাতু ঢালার জন্য একটি ছাঁচ তৈরি করার প্রয়োজনেই কাদামাটিকে আচ্ছাদিত করা হয়।

৫ ধাতু গলে গিয়ে ওই ছাঁচটিকে পূরণ করে এবং মোমের মতো একই আকার নেয়।

৬ শিল্পদ্রব্যটিকে চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য পালিশ করা হয়।

# ডোকরা শিল্পীদের কথা

## ধাতু শিল্পীদের হাতের জাদু

পূর্ব বর্ধমানের দরিয়াপুর এবং বাঁকুড়ার বিকনা ডোকরা কারুশিল্পের প্রাণকেন্দ্র। গুসকরার কাছে অবস্থিত দরিয়াপুর গ্রামটি সাংস্কৃতিক পর্যটনের মানচিত্রে একটি অন্যতম গন্তব্যস্থল  হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। এলাকার একজন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী রাঘু চিত্রকর ২০১২ সালে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। সুভাষ মণ্ডল এলাকার সুপরিচিত শিল্পী যিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। অন্যান্য প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অশোক কর্মকার ও মুকুল কর্মকার। শুভ চিত্রকর, একজন তরুণ শিল্পী যিনি এই শিল্পের বিপণনে উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছেন। সুরেশ কর্মকার, সঞ্জয় কর্মকার ও বাপি তুরি, এই তিন তরুণও সুদক্ষ শিল্পী হিসেবে পরিচিত। এলাকার মহিলারাও এই কারুশিল্পের অগ্রগতিতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে ফুলটুসি কর্মকার, বন্দনা কর্মকার, প্রিয়া কর্মকার এবং দীপা কর্মকার বিভিন্ন গহনা তৈরির কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ এই গ্রামে একটি হস্তশিল্প কেন্দ্র গড়ে তুলেছে  যেখানে কর্মশালা ও ডোকরা শিল্পের প্রদর্শনী হয়।

বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন ডোকরা শিল্পীদের গ্রাম বিকনা, সাংস্কৃতিক পর্যটনের একটি অন্যতম গন্তব্যস্থল হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। এই গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত যুদ্ধ কর্মকার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। বর্তমানে হরেন্দ্রনাথ রানা, গীতা কর্মকার, গোপন কর্মকারের মতো শিল্পীদের নেতৃত্বে ডোকরা শিল্পের এই কেন্দ্রটি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন বাবলু কর্মকার ও দয়াল কর্মকার। সোমনাথ কর্মকার, শুভঙ্কর রানার মতো তরুণ শিল্পীরা অনলাইনের মাধ্যমে বিপণনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। পুতুল কর্মকার, রেখা কর্মকার, মমতা কর্মকারের মতো মহিলারাও দক্ষ শিল্পী এবং বিভিন্ন উৎসব ও মেলায় অংশগ্রহণ করছেন। বিকনায় পশ্চিমবঙ্গ খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ একটি হস্তশিল্প কেন্দ্র তৈরি করেছে, যেখানে রয়েছে একটি কমিউনিটি মিউজিয়াম।

# পণ্য

গোড়ার দিকে শিল্পীরা পিতলের চাল মাপার পাত্র, নানা ধরনের ঘণ্টা, নুপুর, প্রদীপ এবং স্থানীয় পৌরাণিক চরিত্রগুলির (জীমুতবাহন ও দীপরানী) এবং দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করতেন। ঐতিহ্যগতভাবেই এই হস্তশিল্পীরা তাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যদের জন্য নেকলেস, পুঁতি ও ডোকরার কাজের মালা, লকেট, দুল, বালা ইত্যাদি তৈরি করতেন। গোরুর গাড়ি, ঘোড়া, হাতি, প্যাঁচা, ষাঁড়, দুর্গা, গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং কৃষ্ণলীলা ভিত্তিক নানা মূর্তি বানান তারা। এছাড়াও তৈরি করেন বাতিদান, ধূপদানি, সাবান কেস, মোবাইল হোল্ডার, দরজার হাতল ও কড়া, নারী, মা ও শিশু, আদিবাসী দম্পতি মূর্তি ও ওয়াল প্যানেল।

ঐতিহ্যবাহী ডোকরা

বৈচিত্রময়
ডোকরা
পণ্য

বিভিন্ন পণ্য

অলংকার

বাড়ির সাজসজ্জা

চামচ

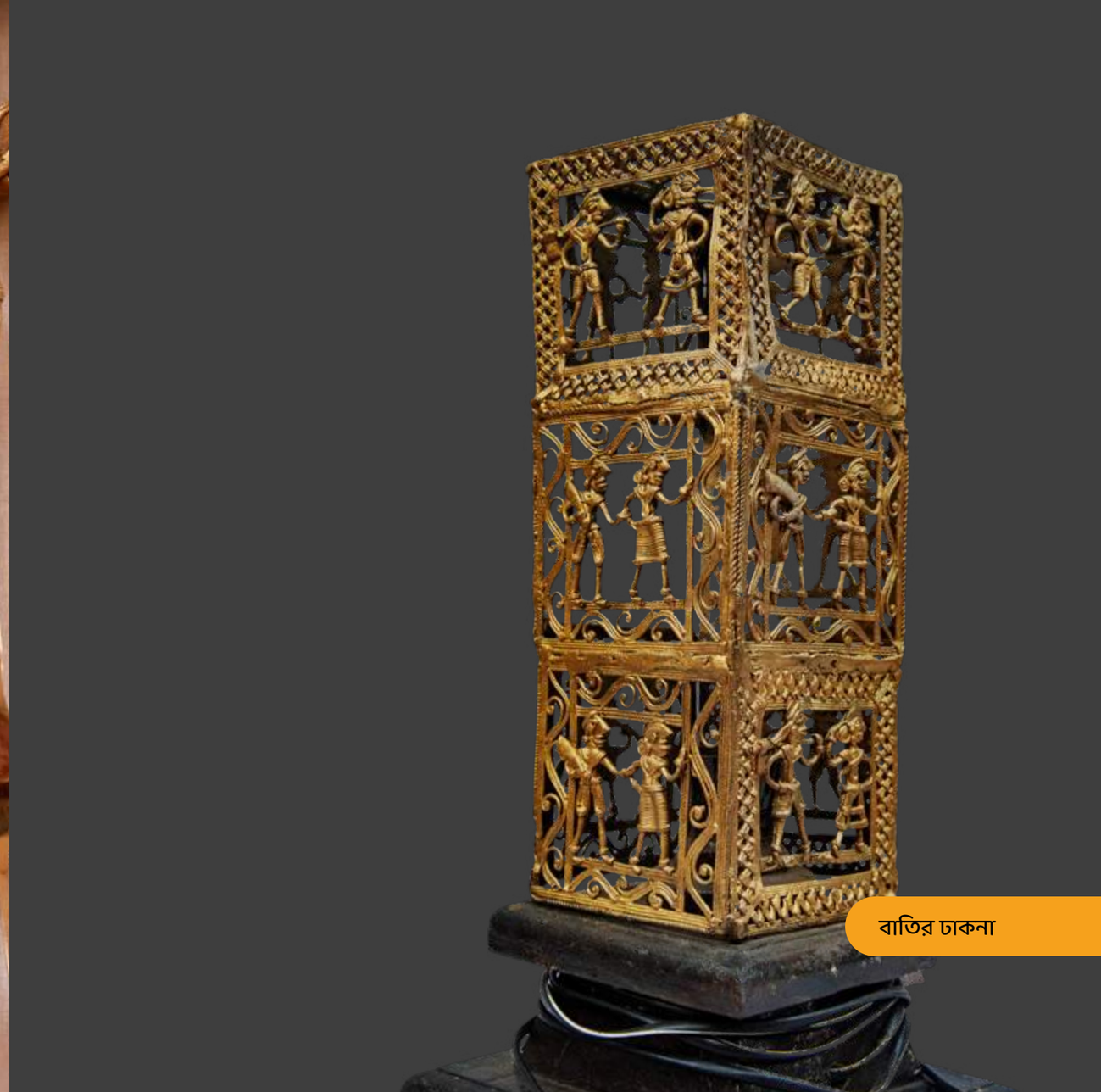

বাতির ঢাকনা

# হস্তশিল্প কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের সহায়তায় দরিয়াপুরে গড়ে উঠেছে একটি হস্তশিল্প কেন্দ্র।। বিভিন্ন ধরনের ডোকরা সামগ্রীর এক প্রদর্শনীর পাশাপাশি এখানে তুলে ধরা হয়েছে ডোকরা বানানোর প্রক্রিয়াগুলি। কেন্দ্রটি হয়ে উঠেছে ডোকরা শিল্প সংরক্ষণ, প্রসার এবং সুরক্ষার এক যৌথ পরিসর।

বিকনার ফোক আর্ট সেন্টার ডোকরা শিল্পের ঐতিহ্য রক্ষার এক সমবেত প্রয়াস। স্থানীয় ডোকরা শিল্পীরা এটা সংগঠিত এবং পরিচালনা করেন। ফোক আর্ট সেন্টারটি গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের উদ্যোগে।

# উৎসব

দরিয়াপুর এবং বিকনার লোকশিল্পীরা তাদের গ্রামে বার্ষিক লোক উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবগুলি তাদের গ্রামে ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরম্পরার আকর্ষণ বাড়িয়েছে, বহু পর্যটক তা দেখতে আসেন।

www.rcchbengal.com

RuralCraftandCulturalHubs
bardhamanerlokoshilpo
bankurarlokoshilpo

unesco

# Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal